- **আর্য আক্রমণ – মিথ্যা না বা বাস্তবতা?**

আর্য আক্রমণটি একটি মিথ্যা না বা বাস্তবতা? আসুন দেখি প্রাচীন খনিজের সাক্ষাৎ আমাদের কতটা সাহায্য করতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে। খনিজবিদরা ত্রিক্রিয়া পরহরপার সভ্যতা আর আর্যদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করেছেন। চিত্রিত ধূসর কাঠামো, যা প্রায় ৯০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে প্রায় ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত তারিখ করা হয়েছে, পুনরায় আর্যদের শিল্পকর্মের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাদের তর্ক আদিতি লেখার বিশ্লেষণ থেকে ইতিহাসবিদরা তাদের করা অনুমান ভিত্তিক। এতে সঙ্গী প্রাচীন ইতিহাসে অনুপ্রানিত প্রাচীন পশ্চিম এশিয়া/ইরানী চালকোলিথিক সংগ্রহগুলির মধ্যে প্রস্তুতি করতে খনিজবিদরা ভাষার সাম্য খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। এরকম সমতুল্যতা বৃদ্ধি পেলে আর্যদের একটি গ্রুপ হিসাবে প্রয়াত হওয়া লোকেরা পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে উত্থানের ধারণাকে সমর্থন করতে বৃদ্ধি দেন। অতএব, সাহিত্যিক এবং খনিজ কাজ পরস্পর সাহায্য করার জন্য করা হয়েছিল যাতে মাইগ্রেশনের ধারণাটি বৈধ হতে পারে। ঋগ্বেদ এবং আভেস্তা মধ্যে ভাষার সাম্য ছাড়াও সংশ্লেষ করা হয়নি। তবে এরকম সাম্যবত লোকবহওয়ার বিশাল ধারণা না দেখায় ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের প্রচুর মাত্রায় মাইগ্রেশন। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় চালকোলিথিক সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া সমতুল্যতা শুধু ছাড়াও একদম অস্বাভাবিক। এটা মানুষের প্রচুর মাত্রায় মাইগ্রেশনের ধারণাটি সমর্থন করে না। "আর্য" এর ধারণাটি, যেহেতু উপকরণের কোনও বিশেষ ধরনের সাথে সমতুল্য করা যায় না। এর আরো কোনও নৈতিক বা জাতিগত অর্থ নেই। অতএব, "আর্য" শুধুমাত্র ভাষার সাম্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত, সবচেয়ে অস্পষ্ট ধারণা, এমনকি প্রতিরূপ। এই প্রেক্ষাপটে, আপনারা আপনার খনিজ খোদাইগুলির মধ্যে প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলি মনে রাখতে হবে:

১) আগের পন্ডিতরা মনে করতেন যে ইন্ডো-আর্যদের হরপ্পার সভ্যতার পতন হরপ্পার শহর ও শহরগুলি ধ্বংস করে নিয়েছে। তারা ঋগ্বেদীয় ঋচাগুলি উদ্ধুনন করে যেখানে ইন্দ্রকে কটকের বাসিন্দাদের ধ্বংস করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। তবে খনিজ সাক্ষাৎ হরপ্পার সভ্যতার পতন কোনও প্রচুর ধ্বংস আন্তর্জাতিক আক্রমণী গ্রুপ দ্বারা নিয়ে আনা হয় নি।

২) চিত্রিত ধূসর কাঠামো তৈরি করে আর্যদের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা সাথে খনিজ প্রমাণ প্রাচীন প্রাচীনভাবে সমর্থন পায় না। যদি পিজিডব্লিউ সংস্কৃতি আর্যদের সাথে সংবন্ধিত হত, তবে আক্রমণের থিওরি মনে রেখে, আমরা বাহাওলপুর এবং পাঞ্জাবের অঞ্চলগুলিতে এই চিত্রিত কাঠামো ধরতে পেরেছিলাম অর্থাৎ সে সৃষ্টিকর্তা বলা আর্য প্রবাসীদের দ্বারা এই কাঠামোর প্রকৃতি পাওয়া উচিত। তবে, আমরা এই ধরণের চিত্রিত কাঠামোকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ পাওয়া যায়, যা হরিয়ানা, উচ্চ গঙ্গানদী বেসিন এবং পূর্বাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করে।

Salim Sir, History, PKMM

৩) পূর্বে মনে করা হয়েছিল যে লেট হরপ্পার ও পোস্ট-হরপ্পার চালকোলিথিক কালের মধ্যে সময় অনুপ্রবেশ এবং তাদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক অন্তর অবস্থিত। তবে, বিশেষ উদ্ভাবন বগবানপুরা, ডাধেরী (হরিয়ানা), এবং মান্ডা (জম্মু) সারিয়ে নতুন খনিজ প্রমাণের অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে যে লেট হরপ্পার এবং চিত্রিত ধূসর কাঠামো যে অব্যাহত ব্রেক ছাড়াই একসঙ্গে পাওয়া যেতে পারে। অতএব, খনিজ সাইটগুলির ভিত্তিতে "আক্রমণ" প্রমাণিত করা যায় না।

১৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব পর হরপ্পার সভ্যতার শহর ও শহরগুলি, গোলাপ, ওজন, মাপনের মতো যন্ত্রপত্র ইত্যাদি যে সংক্রিয়া এবং শহরজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেই জিনিসগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছিল। পূর্বপ্রদর্শিত গ্রামীণ গঠন দ্বিতীয় এবং প্রথম জটিল খনিজ সময়ে চলেয়। প্রাচীন হরপ্পার প্রযুক্তিসম্পর্কের খনিজ অবশেষগুলির মধ্যে পাওয়া মাত্রা ছাড়াও, বাঙালি, ধাতুর উপকরণ এবং অন্যান্য জিনিসগুলির পরিবর্তনগুলি বাংলাদেশের খনিজ সংস্কৃতিতে "অঞ্চলিক" পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করতে পারে।

তাই দ্বিতীয় মিলিনিয়াম খনিজ কাল এবং প্রথম মিলিনিয়াম খনিজ কালের মধ্যে সংস্কার প্রাচীন ইতিহাসের পরিবর্তিত মতামতে আমাদের সাহায্য করেছে এই কিছু উপস্থিতি। প্রথম, খনিজ অর্ধশতাব্দী ইন্ডো-আর্য মানুষের প্রচুর প্রমাণ প্রাচীন বা পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের বড় ধরনের মাইগ্রেশন হয়নি। দ্বিতীয়ত, খনিজগতিতে আর্যদের দ্বারা হরপ্পার সভ্যতার ধ্বংস এবং একটি নতুন ভারতীয় সভ্যতার আধার রাখা হয়নি। বাস্তবে, যখনই ঋগ্বেদ পূর্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধ উল্লেখ করে, আর্য ও অ-আর্য সম্প্রদায় এবং সংস্কৃতির মধ্যে দাঙ্গা দেওয়া সত্ত্বেও, খনিজ ওই ঝড় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা হয়নি। তবে, যদিও ঋগ্বেদ আমাদের প্রাথমিক ধর্মগ্রন্থ, তার ইতিহাসের দলিল অমূল্য। তা আমাদেরকে প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকের সুযোগ দেয়। তাদের থেকে, আমরা অর্থনীতির প্রকৃতি, সামাজিক সংগঠন, রাজত্ব এবং রাজনীতির প্রকৃতি, ধর্ম এবং ব্যবহারিক বিশ্বাস ইত্যাদির প্রাথমিক ধারণা পেতে পারি। এতে থেকে, এই তথ্য প্রাচীন বিভিন্ন ধারার ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি বোঝার জন্যও প্রাসঙ্গিক। অতএব, এখন আমরা ঋগ্বেদ থেকে প্রাথমিক বিদ্যানিলয় সমাজ সম্পর্কে যা শিখি তা নিয়ে পরবর্তীতে যাচ্ছি।

Notes prepared by

Mr Salim Subba
Head & Assistant Professor
Department of History
PKM Mahavidyalaya, Sonapur

Salim Sir, History, PKMM